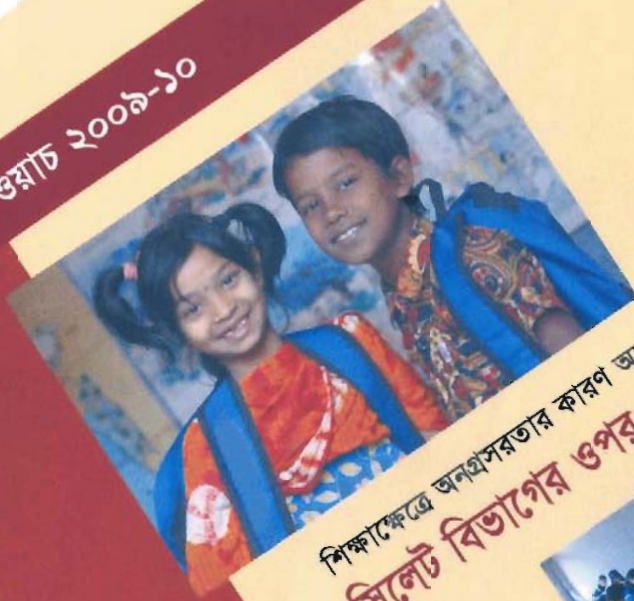


এডুকেশন ওয়াচ ২০০৯-১০



শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসরতার কারণ অনুসন্ধান

সিলেট বিভাগের ওপর একটি গবেষণা



সারসংক্ষেপ

প্রকাশনায়



গণসাক্ষরতা অভিযান

এডুকেশন ওয়াচ ২০০৯-১০

শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতার কারণ অনুসন্ধান  
সিলেট বিভাগের ওপর একটি গবেষণা

মূল প্রতিবেদনের বাংলা সারসংক্ষেপ

গবেষক দল

সমীর রঞ্জন নাথ  
মো. মাহবুবুল কবির  
কাজী সালেহ আহমেদ  
গৌতম রায়  
আওলাদ হোসেন  
এস. এম. নূরুল আলম  
ফজলুল করিম চৌধুরী  
আমিনা মাহবুব

পর্যালোচনাকারী

মনজুর আহমদ  
কাজী ফজলুর রহমান  
জওশন আরা রহমান  
রওশন জাহান  
আহমেদ আল-কবির

সম্পাদকমণ্ডলী

এ. এম. আর. চৌধুরী  
রাশেদা কে. চৌধুরী

এপ্রিল ২০১১



গণসাক্ষরতা অভিযান

যোগাযোগ ঠিকানা

**গণসাক্ষরতা অভিযান**

৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭

ফোন: ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১, ৮১৫৫০৩২

ইমেইল: [info@campebd.org](mailto:info@campebd.org)

ওয়েবসাইট: [www.campebd.org](http://www.campebd.org)

## ক. ভূমিকা

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেশ অগ্রগতি লাভ করেছে। জনসাধারণের সার্বিক কর্মোদ্যোগ, সরকারি প্রচেষ্টা আর উন্নয়ন সহযোগীদের সম্মিলিত কর্মপ্রয়াসে এই অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব হয়েছে। তা সত্ত্বেও, স্বাধীনতার চার দশক পর ব্যাপক সংখ্যক মানুষের দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস এবং সুযোগ ও সম্পদের অসমবণ্টন বাংলাদেশের জন্য একটি বাস্তবতা।

উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিক্ষা প্রধান ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা উন্নয়নের বিবিধ দিকেও বাংলাদেশের সার্বিক অগ্রগতি ব্যাপক ও আশাব্যঞ্জক। সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি লক্ষ করা গেছে বিগত দুই দশকে। সার্বিক অগ্রগতি সত্ত্বেও দুঃখজনক ব্যাপার হলো, শিক্ষার নানা ক্ষেত্রে অসমতার উপস্থিতি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধরন, উপব্যবস্থা (সাধারণ/মাদ্রাসা), ভৌগোলিক অবস্থান এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার নিরিখে এই অসমতা সর্বত্র বিরাজমান। উন্নয়নের সাথে অসমতার সহাবস্থান বাংলাদেশের সংবিধান এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ কোনোটির সঙ্গেই মানানসই নয়। বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অসমতার বিলোপ সাধন করা প্রয়োজন। এজন্য দরকার অসমতার ধরন, প্রকৃতি ও কারণসমূহ অনুসন্ধানে গভীর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা। তারপর দরকার গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সমতাভিত্তিক যথাযথ নীতি প্রণয়ন এবং এই নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন।

ভৌগোলিকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে সিলেট একটি অনগ্রসর বিভাগ। এডুকেশন ওয়াচ-এর এই গবেষণায় শিক্ষাক্ষেত্রে সিলেট বিভাগের অনগ্রসরতার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অঞ্চলভিত্তিক যে বর্ণনা রয়েছে তারই প্রেক্ষাপটে সিলেটের অনগ্রসরতার কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

## খ. সিলেট বিভাগ

সিলেট বিভাগের অবস্থান বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব কোণে। এর মোট এলাকা ১২,৫৬৯ বর্গ কিলোমিটার আর জনসংখ্যা প্রায় নব্বই লক্ষ। সিলেটের আকার বাংলাদেশের মোট আকারের ৮.৫%। জনসংখ্যার ৬.৪% সিলেটে বসবাস করে। যদিও বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ২৩% শহরে বাস করে কিন্তু এই হার সিলেট বিভাগের ক্ষেত্রে মাত্র ১২.৫%। সামাজিক, অর্থনৈতিক আর ভৌগোলিক দিক থেকে সিলেট বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ; এর বৈশিষ্ট্যবলী বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকা থেকে ভিন্নতর। সিলেটের মোট ভূমির ৫৭.৫% সমতল, ৩০.২% হাওর অঞ্চল আর ১২.৫% চা-বাগান, বনভূমি, পাহাড় ইত্যাদি নিয়ে গঠিত।

প্রাকৃতিক সম্পদ আর জনসাধারণের সাধারণ অর্থনৈতিক সামর্থ্যের নিরিখে সিলেট বেশ সমৃদ্ধিশালী হলেও সামাজিক সাফল্যের নিরিখে এর অবস্থান তত ভালো নয়। যেখানে বাংলাদেশের দুই-পঞ্চমাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে এই হার সিলেটের ক্ষেত্রে ৩৩.৮%। মানব উন্নয়ন সূচকের নিরিখে এই বিভাগের অবস্থান দেশের অন্য বিভাগগুলোর তুলনায় সর্বনিম্নে। স্বাস্থ্য সূচকের নিরিখেও একই ধরনের চিত্র পাওয়া যায়। শিশুমৃত্যু ও প্রজনন হার এই বিভাগে সর্বাধিক আর শিশুদের টিকা প্রাপ্তির হার সর্বনিম্ন। ঐতিহাসিকভাবে সিলেট বিভাগের অনেক লোক বিদেশে বসবাস করে। এখানকার প্রায় ৫% খানা প্রধানত বৈদেশিক আয়ের ওপর নির্ভরশীল।

সিলেটের প্রাথমিক শিক্ষালাভের উপযুক্ত বয়সী শিশুদের ৮০.৫% আর মাধ্যমিক শিক্ষালাভের উপযুক্ত বয়সী শিশুদের ৬৪.২% স্কুলে ভর্তি হয়। দুটি হারই এ সংক্রান্ত জাতীয় গড় হারের তুলনায় অনেক নিচে। জাতীয় গড় হারসমূহ যথাক্রমে ৮৬.৪% ও ৭৭.৭%। অনুরূপভাবে, স্কুলে পড়ালেখা করেছিল এমন জনসংখ্যার হার কিংবা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষালাভকারী জনসাধারণের হারের নিরিখেও সিলেট বিভাগের অবস্থান দেশের গড় অবস্থানের তুলনায় পেছনে। সাক্ষরতার হারের দিক থেকে সিলেটের অবস্থান সবার নিচে। সাত বছর কিংবা তদূর্ধ্ব বয়সী সিলেটবাসীর মধ্যে সাক্ষরতার হার ৪০.৭% আর এখানে বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৪৪.৪%। এই হারগুলোর জাতীয় গড় যথাক্রমে ৪৮.৫% ও ৫২.১%। সিলেট বিভাগের ৩০.৪% খানায় একজনও সাক্ষর লোক নেই, যা পুরো দেশের ক্ষেত্রে ২১.৫%।

#### জাতীয় পর্যায়ে সঙ্গে সিলেট বিভাগের তুলনামূলক শিক্ষাচিত্র (%)

সূচক	বাংলাদেশ	সিলেট	সর্বোচ্চ
৬-১০ বছর বয়সীদের নিট ভর্তি হার	৮৬.৪	৮০.৫	৯২.৫
১১-১৫ বছর বয়সীদের নিট ভর্তি হার	৭৭.৭	৬৪.২	৮৩.৬
স্কুলে পড়েছেন এমন মানুষের হার (৬ বছর+)	৬৭.২	৬১.৪	৭৯.০
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী মানুষের হার (১১ বছর+)	৫১.৩	৪৩.১	৭০.২
মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী মানুষের হার (১৫ বছর+)	১৪.৩	৭.১	৩৫.৪
সাক্ষরতার হার (৭ বছর+)	৪৮.৫	৪০.৭	৬৬.৬
বয়স্ক সাক্ষরতার হার (১৫ বছর+)	৫২.১	৪৪.৪	৭৩.০
অসুস্থ একজন মানুষ সাক্ষর এমন খানার হার	৭৮.৫	৬৯.২	৯০.১

প্রথম দুটি সূচকের সর্বোচ্চ মান খুলনা বিভাগের, বাকিগুলো মহানগরীসমূহের

উৎস: গণসাক্ষরতা অভিযান, ২০০৯

সিলেট বিভাগের উপর্যুক্ত বর্ণনা আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী মনে হলেও সত্য বর্জিত নয়। গড় অর্থনৈতিক অবস্থার নিরিখে মোটামুটি ভালো কিন্তু সামাজিক

উন্নয়নের সূচকের নিরিখে অনুন্নত- এই হলো সিলেটের সার্বিক অবস্থা। এডুকেশন ওয়াচ-এর পূর্ববর্তী গবেষণাসমূহে যদিও এই চিত্র উঠে এসেছে কিন্তু যথাযথ গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ না করার কারণে ঐ গবেষণাসমূহে উপর্যুক্ত স্ববিরোধিতার কারণ অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়নি। এই পশ্চাৎপদ অবস্থা সিলেটের জনসাধারণের জন্য আশঙ্কার কারণ এবং এর পরিব্রাণের উপায় খুঁজে বের করার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। এ কারণেই এডুকেশন ওয়াচ এই গবেষণাটি হাতে নিয়েছে, যার উদ্দেশ্য শিক্ষাক্ষেত্রে সিলেট বিভাগের পশ্চাৎপদতার কারণ অনুসন্ধান করা।

### গ. গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

এই গবেষণায় প্রধানত যে প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে তা হলো, শিক্ষার বিভিন্ন সূচকে সিলেট বিভাগ কেন দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে পিছিয়ে রয়েছে? সামাজিক, অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক, পরিবেশগত, অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসসংক্রান্ত অনুসঙ্গসমূহের কোনগুলো সিলেটের অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ? এই বাধাসমূহ কেন বিরাজ করছে এবং কীভাবে এগুলো দূর করা যাবে?

উপর্যুক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার জন্য গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ধরনের গবেষণা পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়েছে। পরিমাণগত তথ্যের বেশিরভাগই এসেছে তিন ধরনের জরিপ থেকে। এগুলো হলো খানা জরিপ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জরিপ এবং কমিউনিটি জরিপ। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জরিপের আওতায় আনা হয়েছে। গবেষণার গুণগত অংশে বিভিন্ন ধরনের চারটি কমিউনিটি নির্বাচন করা হয়েছে এবং এগুলোতে শিক্ষাসংক্রান্ত নানা বিষয়ে গভীর অনুসন্ধান পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নানা ধরনের সরকারি পরিসংখ্যান ব্যবহার করা হয়েছে।

পরিমাণগত গবেষণার নমুনায়ন এমনভাবে করা হয়েছে যেন সিলেট বিভাগের চারটি জেলার গ্রামীণ এলাকাসমূহের এবং শহর এলাকার জন্য আলাদাভাবে তথ্য বিন্যাস করা যায়। একই সঙ্গে সমতল ভূমি, হাওর এলাকা এবং চা-বাগান/বনভূমি/পাহাড়-এর জন্যও আলাদা তথ্য বিশ্লেষণের সুযোগ রাখা হয়েছে। গবেষণার প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত ৩৪৪টি কমিউনিটি, ৭,৪৯৮টি খানা এবং ২৫৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কমিউনিটি সিরিজ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রণীত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা নমুনা ফ্রেম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। গুণগত গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য ৫৬টি সুগভীর সাক্ষাৎকার, ১২টি দলীয় আলোচনা, ৬৪টি কেইস স্টাডি এবং ৮টি পর্যবেক্ষণের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এজন্য ১৫টি বিভিন্ন ধরনের চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণার সমুদয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ২০১০ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসে।

### ঘ. প্রধান ফলাফলসমূহ

এই গবেষণায় খানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটি পর্যায়ে নানা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সিলেট বিভাগের অনগ্রসরতার বিবিধ কারণ এই গবেষণায় উঠে এসেছে যেগুলো আবার পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত। কারণগুলোর বেশিরভাগই এমন নয় যে এগুলো শুধু সিলেটের জন্য প্রযোজ্য। সার্বিকভাবে বাংলাদেশের অনগ্রসর এলাকাগুলোর সঙ্গে এর সামঞ্জস্যতা রয়েছে। তবে একথা অবশ্যই বলা যায় যে, কোনো কোনো কারণের ব্যাপকতা সিলেট বিভাগে বেশি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলোর প্রকৃতিও হয়তো আলাদা ধরনের। সিলেটের সামাজিক ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এর একটা সংযোগ খুঁজে পাওয়া যাবে।

### ভৌগোলিক অবস্থা

বাংলাদেশ সাধারণভাবে সমতল ভূমির দেশ। কিন্তু সিলেট বিভাগ অন্য বিভাগগুলোর তুলনায় ভৌগোলিক দিক থেকে আলাদা ধরনের। সিলেটের হাওর ও চা-বাগান এলাকা সেখানকার সমতলভূমি এবং দেশের অপরাপর এলাকাসমূহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এই ভিন্নতার প্রভাব লক্ষ করা যায় সেখানকার গৃহায়ন, যাতায়াত ব্যবস্থা এবং জনমানুষের পেশাসহ বেঁচে থাকার নানা অনুসঙ্গে।

### স্ট্রাটাম, এলাকা ও বয়সের নিরিখে নিট ভর্তির শতকরা হার

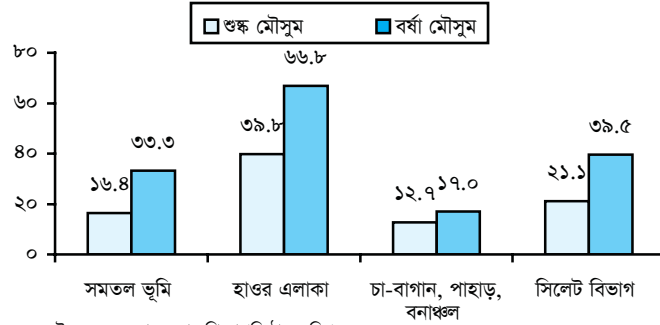
স্ট্রাটাম/এলাকা	বয়স		
	৬-১০ বছর	১১-১৫ বছর	৬-১৫ বছর
স্ট্রাটাম			
গ্রামীণ সিলেট	৮৩.৬	৬৭.০	৭৫.৮
গ্রামীণ সুনামগঞ্জ	৮০.৬	৬৪.১	৭৩.৭
গ্রামীণ হবিগঞ্জ	৮২.০	৬৮.১	৭৬.০
গ্রামীণ মৌলভীবাজার	৮১.৭	৬৫.৩	৭৩.৯
শহর এলাকা	৮৬.৬	৬৮.১	৭৭.৯
এলাকা			
সমতল ভূমি	৮৩.৮	৬৯.০	৭৭.০
হাওর এলাকা	৮২.৪	৬২.৮	৭৪.০
চা-বাগান	৭০.৬	৫৭.৬	৬৪.৪
পাহাড়	৮৯.৩	৬৬.৩	৭৮.৫
বনভূমি	৭৯.০	৬২.৮	৭১.৫
সিলেট বিভাগ	৮২.৪	৬৬.৩	৭৫.০
বাংলাদেশ (২০০৮)	৮৬.৪	৭৭.৭	৮২.৪

উৎস: এডুকেশন ওয়াচ খানা জরিপ, ২০১০

হাওর ও চা-বাগান এলাকার গৃহায়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং মানুষজনের পেশা সিলেটের অন্য এলাকা এবং দেশের বাদবাকি অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং তা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ও নিম্নমানের। এসকল ক্ষেত্রে ঋতুভিত্তিক ভিন্নতাও পরিলক্ষিত হয়। এই গবেষণায় দেখা গেছে, সিলেটের শহরাঞ্চল (মহানগর ও পৌরসভাসমূহ) ব্যতীত পুরো জনপদেই শিশুদের বিদ্যালয়ে অভিজম্যতার হার জাতীয় পর্যায়ে গড় হারের তুলনায় কম। সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায় এবং চা-বাগান এলাকায় এই হার জাতীয় পর্যায়ে গড় হারের অনেক নিচে। সুনামগঞ্জ জেলার গ্রামাঞ্চল সার্বিকভাবে হাওর পরিবেষ্টিত আর মৌলভীবাজার জেলা চা-বাগান অধ্যুষিত।

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভূত আর্থিক অনগ্রসরতা এবং সামাজিক অসমতা আর বৈষম্যের কারণে এই অঞ্চলের শিশুরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় কম। যারা ভর্তি হয় তারাও একই কারণে পড়ালেখা চালিয়ে নিতে পারে না। যদিও গড় হিসেবে সিলেট বিভাগের আর্থিক অবস্থা বাংলাদেশের অন্য বিভাগগুলোর তুলনায় ভালো কিন্তু ভৌগোলিক বিভিন্নতার কারণে এখানে অসম বিন্যাসের সম্ভাবনা খুব বেশি। দেখা গেছে, যেখানে সিলেট বিভাগের ৩৮.৫% গ্রামে শুধু কাঁচা রাস্তা রয়েছে সেখানে হাওর অঞ্চলের ৫৪% গ্রামের অবস্থাই এ রকম। প্রধান শিক্ষকদের সাথে কথা বলে জানা গেল, শুকনো মৌসুমে যেখানে এক-পঞ্চমাংশ শিক্ষার্থীকে 'খারাপ' রাস্তাঘাট পার হয়ে বিদ্যালয়ে আসতে হয় সেখানে বর্ষা মৌসুমে প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক শিক্ষার্থীকে এই অবস্থায় পড়তে হয়। সার্বিকভাবে সুনামগঞ্জ জেলায় এবং হাওর অঞ্চলে এই অবস্থা বেশি বিদ্যমান। পরিবারের ভরণপোষণে সাহায্য করার জন্য কাজে অংশগ্রহণ করতে হয় বলে অনেক শিশু বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে।

**এলাকা ও মৌসুমভেদে স্কুলে যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে এমন শিক্ষার্থীর শকতরা হার**



উৎস: এডুকেশন ওয়াচ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জরিপ, ২০১০

**শিশুদের দেরিতে ভর্তি ও আগাম ঝরে পড়া**

সাধারণভাবে, অন্যান্য অঞ্চলের শিশুদের তুলনায় সিলেট বিভাগের শিশুরা স্কুলে ভর্তি হয় দেরিতে, আবার আগাম ঝরে পড়ার হারও তাদের মধ্যে বেশি।



বয়সভিত্তিক নিট ভর্তি হারের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, সিলেটের প্রতিটি বয়স গ্রুপের শিশুদের নিট ভর্তি হার এ সংক্রান্ত জাতীয় গড় হারের চেয়ে কম। যেখানে বাংলাদেশের ছয় বছর বয়সী শিশুদের ৬৫% স্কুলে ভর্তি হয় সেখানে সিলেট বিভাগের একই বয়সী শিশুদের মধ্যে এই হার পাওয়া গেছে মাত্র ৫২%। অভিভাবকদের একটি অংশ বলেছেন যে, শিশুদের স্কুলে ভর্তি করানোর বয়স সম্পর্কে তারা অবহিত নন। আর একটি অংশ ভর্তি না করানোর কোনো অজুহাত দেখাতে পারেননি। অবশ্য এটাও জানা গেছে যে, উক্ত বয়সী শিশুদের একটি অংশকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভর্তি করায়নি, যদিও মা-বাবারা তাদের স্কুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। শিশুর বয়স ১৫ বছর হতেই সমতল ভূমির অর্ধেক শিশু, হাওর অঞ্চলের ৬০% শিশু এবং চা-বাগান, পাহাড় ও বনভূমির ৭৩% শিশু বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিশুতে পরিণত হয়। এ সংক্রান্ত তুলনামূলক জাতীয় হার ৪০%-এরও নিচে। বারে পড়া শিশুদের একটি অংশের পরিবারগুলো পড়ালেখার ব্যয়ভার বহন করতে নিতান্তই অপারগ আর অন্যরা অল্প বয়সেই আয়-উপার্জনের জন্য নানা ধরনের কাজে যোগ দেয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষণ-শিখনের দুর্বল মান, শেখানোর ক্ষেত্রে যত্নের অভাব শিক্ষার্থীদের বারে পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে উঠে এসেছে।

#### এলাকা অনুসারে বয়সভিত্তিক নিট ভর্তির শতকরা হার

বয়স (বছরে)	সমতল ভূমি	হাওর এলাকা	চা-বাগান/পাহাড়/বনভূমি	সিলেট বিভাগ	বাংলাদেশ (২০০৮)
৬	৫০.৫	৫৫.২	৫২.৩	৫২.১	৬৫.০
৭	৮৬.৫	৮২.২	৭৯.৬	৮৪.৩	৮৫.৫
৮	৯২.৭	৯২.২	৯০.১	৯২.৪	৯৩.৩
৯	৯৪.০	৯২.২	৮৯.৪	৯৩.০	৯৪.৫
১০	৮৯.৬	৮৭.৭	৮৪.২	৮৮.৪	৯২.১
১১	৮৯.৫	৮৫.৪	৮৬.৫	৮৮.১	৯০.৮
১২	৭৮.৫	৭০.৯	৭৪.২	৭৫.৭	৮৩.৯
১৩	৭১.০	৬৫.১	৬৫.৬	৬৮.৭	৮০.৪
১৪	৫৩.৬	৫৩.৭	৪৫.৬	৫২.৮	৭১.৯
১৫	৪৯.২	৩৯.২	২৭.৪	৪৩.৫	৬১.৯

উৎস: এডুকেশন ওয়াচ খানা জরিপ, ২০১০

#### কমিউনিটির সচেতনতা

বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার উপযুক্ত বয়সী শিশুদের মা-বাবাদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে যে, তারা শিক্ষার গুরুত্ব বোঝেন। এমনকি দরিদ্র শ্রেণীর মা-বাবাদের ক্ষেত্রেও শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহের কমতি নেই। কিন্তু তারা যখন শিশুর শিক্ষালাভকে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সঙ্গে তুলনা করেন তখন অনেক ক্ষেত্রেই দ্বিতীয়টি প্রাধান্য লাভ করে। এ কারণেই সিলেটের গ্রামাঞ্চলগুলোতে শিশুশ্রমের ব্যাপক প্রাধান্য লক্ষ করা গেছে। এই শিশুদের

কেউ অর্থের বিনিময়ে আবার কেউবা বিনামূল্যে শ্রমদান করে। এর সঙ্গে যোগ হয় উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় বিদেশ যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, বিশেষ করে যুক্তরাজ্যে। এসব বিষয়গুলোকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানরা সামগ্রিকভাবে ‘অভিভাবকদের অসচেতনতা’ হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। যদিও তারা এ ব্যাপারে তেমন কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেননি।

### শিক্ষাসংক্রান্ত সুবিধাদি

দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় সিলেট বিভাগে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কম নেই। কিন্তু এখানে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে। বাংলাদেশে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার উপযুক্ত বয়সী শিশুদের ৬.৪% সিলেট বিভাগে বসবাস করে। দেখা গেছে, দেশের মোট প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৭.৮% আর মোট মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৩.৯% সিলেট বিভাগে অবস্থিত। উপর্যুক্ত তথ্য থেকে সিলেট বিভাগে মাধ্যমিক শিক্ষার অপ্রতুলতা সহজেই প্রতীয়মান হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে কম বিনিয়োগ হচ্ছে বলেও ধরে নেওয়া যায়, অন্তত মাধ্যমিক শিক্ষায়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো এবং শেখার সুযোগসুবিধা শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষার্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত ও শেখার সুযোগসুবিধাসংক্রান্ত নানা সূচকের নিরিখে পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে, সিলেটের প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে, সিলেট বিভাগের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের অবস্থা সারা দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের মতোই। সিলেটের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিদ্যুৎ, পানীয় জল, খেলার মাঠ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেয়াল ও মেঝে এবং ভালো মানের ব্ল্যাকবোর্ডের অভাব রয়েছে। সেখানে মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞানাগারেরও অভাব রয়েছে।

### শিক্ষকবৃন্দ, তাদের অনুপস্থিতি ও সময়ানুবর্তিতা

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই শিক্ষকস্বল্পতা লক্ষ করা গেছে। সিলেট বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে গড় শিক্ষক সংখ্যা ৪.৪ জন আর মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ১২.৮ জন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তুলনামূলক সংখ্যাগুলো হলো যথাক্রমে ৫.১ ও ১৪.৩ জন। শিক্ষাগত যোগ্যতা আর প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির দিক থেকে সিলেট বিভাগের শিক্ষকগণ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের শিক্ষকদের একই সমতলে রয়েছেন। নারী শিক্ষকের অনুপাতে সিলেট বিভাগ এগিয়ে রয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে, গ্রামীণ বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের এক-চতুর্থাংশ শহর এলাকায় বসবাস করেন।

বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকা, কার্যদিবসে দেরিতে উপস্থিত হওয়া ও বিদ্যালয় ছুটি হওয়ার আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করার দিক থেকে সিলেট বিভাগের শিক্ষকরা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের শিক্ষকদের তুলনায় এগিয়ে রয়েছেন। জরিপের দিন

প্রাথমিক শিক্ষকদের ২১.৬% আর মাধ্যমিক শিক্ষকদের ১২.৪% বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত ছিলেন। উভয় হারই সারাদেশের গড় হারের তুলনায় বেশি। সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ এবং মৌলভীবাজার জেলার গ্রামীণ বিদ্যালয়সমূহের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। এসব এলাকার এক-চতুর্থাংশ শিক্ষক জরিপের দিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত ছিলেন। নারী শিক্ষক এবং হাওর এলাকার শিক্ষকদের মধ্যে অনুপস্থিতির হার বেশি পাওয়া গেছে।

*দেরিতে উপস্থিতি ও আগাম স্কুল ত্যাগের কারণে  
প্রতিদিন একজন শিক্ষক গড়ে কত মিনিট সময় নষ্ট করেন*

স্ট্রাটাম/এলাকা/জেভার	প্রাথমিক শিক্ষক	মাধ্যমিক শিক্ষক
<b>স্ট্রাটাম</b>		
গ্রামীণ সিলেট	৬৬	৭০
গ্রামীণ সুনামগঞ্জ	৮০	৪৪
গ্রামীণ হবিগঞ্জ	৫৬	৫৮
গ্রামীণ মৌলভীবাজার	৪১	২৭
শহর এলাকা	৪২	৪৭
<b>এলাকা</b>		
সমতল ভূমি	৫০	৫১
হাওর এলাকা	৭৬	৩৮
চা-বাগান/বনভূমি/পাহাড়	৩৪	-
<b>জেভার</b>		
নারী	৫৪	৪৭
পুরুষ	৬০	৪৯
মোট	৫৬	৪৮

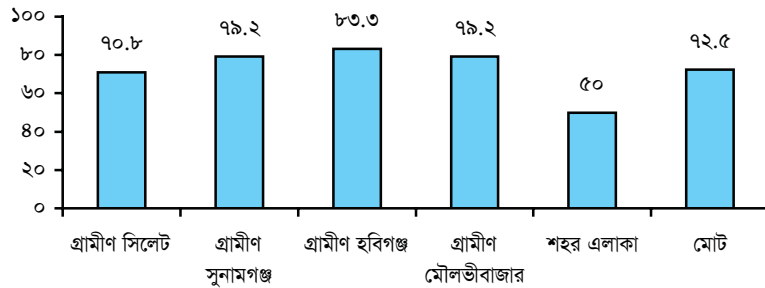
উৎস: এডুকেশন ওয়াচ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জরিপ, ২০১০

যে শিক্ষকগণ জরিপের দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন তাদের অল্পসংখ্যকই সময়ানুবর্তিতার উদাহরণ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। এদের বড় একটি অংশ বিদ্যালয়ে দেরিতে উপস্থিত হয়েছিলেন অথবা ছুটি হওয়ার আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করেছিলেন। অনেকেই উভয়টিই করেছিলেন। বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে এই সমস্যার ব্যাপকতা লক্ষ করা গেছে। এ কারণে একজন প্রাথমিক শিক্ষক দৈনিক গড়ে ৫৬ মিনিট এবং একজন মাধ্যমিক শিক্ষক দৈনিক গড়ে ৪৮ মিনিট শিক্ষক-শিক্ষার্থী সংযোগ সময়ের অপচয় করেছেন। সুনামগঞ্জ জেলা আর হাওর অঞ্চলে অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকরা সবচেয়ে কম সময়ানুবর্তী। হাওর অঞ্চলের শিক্ষকরা গড়ে প্রতিদিন ৭৬ মিনিট আর সুনামগঞ্জ জেলার শিক্ষকরা গড়ে প্রতিদিন ৮০ মিনিট অপচয় করেছেন। সময় নষ্ট করার নিরিখে পুরুষ শিক্ষকরা নারী শিক্ষকদের তুলনায় এগিয়ে রয়েছেন। আমাদের গুণগত গবেষণাও এটা নিশ্চিত করেছে যে, খুব কম সংখ্যক শিক্ষকই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়া আর ত্যাগ করার ব্যাপারে সময়ানুবর্তী। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সংযোগ সময়ের একটি বড় অংশই এ কারণে অপচয় হয় যা শিক্ষার্থীদের শিখন, সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম এবং আচরণে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

### ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা

বিদ্যালয় পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালনের ব্যাপারে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি এবং উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের কর্মোদ্যোগ খুব কমই লক্ষ করা গেছে। বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গত এক বছরে একবারও পরিদর্শন করা হয়নি। আবার বেশ ক’টি মাত্র এক বা দুই বার পরিদর্শন করা হয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। উপজেলা রিসোর্স সেন্টার থেকে পরিদর্শনের ক্ষেত্রেও ব্যাপক দুর্বলতা পাওয়া গেছে। প্রায় ৭৩% প্রাথমিক বিদ্যালয় এক বছরে (২০০৯ সালে) একবারও পরিদর্শন করা হয়নি। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার বিবরণী পর্যালোচনা করে শিক্ষকদের সময়ানুবর্তিতার অভাবের বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের কার্যতালিকায় বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে কিন্তু এ নিয়ে তারা কোনো কাজ করেছেন বা কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নিয়েছেন বলে মনে হয়নি। বিদ্যালয় পরিদর্শন সাধারণভাবে খুবই সাধামাটাভাবে করা হয়ে থাকে। পরিদর্শনকালে যা আলোচনা হয় সেগুলো সরাসরি শিক্ষার মানোন্নয়নের সমস্যা বা সমস্যাগুলো থেকে উত্তরণের পথ অনুসন্ধানের কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তার অভাব একটা বড় কারণ হিসেবে বের হয়ে এসেছে।

### উপজেলা রিসোর্স সেন্টার কর্তৃক পরিদর্শিত হয়নি এমন স্কুলের শতকরা হার



উৎস: এডুকেশন ওয়াচ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জরিপ, ২০১০

### অনাবাসী বাংলাদেশি

সিলেটের আয়-উপার্জনে অনাবাসী বাংলাদেশিদের বড় ভূমিকা রয়েছে। জরিপকৃত খানাগুলোর প্রায় এক-পঞ্চমাংশের কমপক্ষে একজন সদস্য অনাবাসী বাংলাদেশি। এদের অধিকাংশই গত এক বছরে তাদের আত্মীয়-পরিজনদের কাছে টাকা পাঠিয়েছিলেন। এদের প্রেরিত অর্থের বড় অংশ ব্যয় করা হয়েছে দৈনন্দিন পারিবারিক খরচ মেটানো, ঘরবাড়ি তৈরি আর মেরামতের কাজে। প্রেরিত অর্থের একটি অংশ মাদ্রাসা, মসজিদ আর বিদ্যালয়ের উন্নয়নে দান করা হয়েছে। দান করা অর্থের খুব সামান্য অংশই সাধারণ শিক্ষার উন্নয়নে ব্যয় করা

হয়েছে। দানের অর্থের পরিমাণের দিক থেকে মাদ্রাসাগুলো অগ্রাধিকার পেয়েছে। গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, যেসব খানায় অনাবাসী বাংলাদেশি সদস্য রয়েছে সেসব খানায় সাধারণত বিদ্যালয়ে অভিজ্ঞতার হার বেশি। যদিও এ ধরনের প্রবণতা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়। বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ একদিকে যেমন পরিবারের শিশুদের শিক্ষায় আরও ভালোভাবে ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে, অন্যদিকে সার্বিকভাবে এলাকার শিক্ষার উন্নয়নেও এর সুষ্ঠু ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।

### স্থানান্তরিত খানা

সিলেট বিভাগ সম্পর্কিত আলোচনায় অবধারিতভাবে স্থানান্তরিত খানাসমূহের কথা চলে আসে। কিন্তু এ গবেষণায় আমরা এমন কোনো আলামত পাইনি যা থেকে বোঝা যাবে যে, সিলেটের সামাজিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত উন্নয়ন বা অবনয়নে এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সিলেট বিভাগের মোট খানার ৫.৩% সিলেটের বাইরে থেকে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছে, ৩.৬% সিলেটের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বসতি স্থাপন করেছে আর ৯১.১% স্থায়ী বাসিন্দা। শিশুদের বিদ্যালয়ে অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, সিলেটের বাইরে থেকে আসা খানা এবং স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। কিন্তু যারা সিলেট বিভাগের মধ্যেই স্থানান্তরিত হয়েছে তাদের মধ্যে অভিজ্ঞতার হার অন্য দুই দলের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় শিক্ষার উপযোগী বয়সী শিশুদের মাঝে একই ধরনের প্রবণতা দেখা গেছে।

### মাদ্রাসার ভূমিকা

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় মাদ্রাসাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশের গড় অবস্থার তুলনায় সিলেট বিভাগের শিশুদের মধ্যে মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে একটু বেশি। কওমি ও খারেজি মাদ্রাসায় ভর্তির ক্ষেত্রেও সিলেট বিভাগ দেশের অন্য এলাকার তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। ইসলাম ধর্মের সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার সম্পর্কের কারণে মা-বাবাদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ শিশুদের মাদ্রাসায় ভর্তি করাতে পছন্দ করেন। এটি সিলেটে মাদ্রাসা শিক্ষা বিস্তারের একটি বড় কারণ। মাদ্রাসায় সাধারণ বিদ্যালয়ের তুলনায় ভালো পড়ালেখা হয় এমন ধারণা থেকে মা-বাবাদের একটি অংশ সন্তানদের মাদ্রাসায় ভর্তি করান। সিলেটের স্থায়ী বাসিন্দা, অনাবাসী খানা এবং যে মায়েদের প্রাথমিক শিক্ষা অসমাপ্ত রয়েছে তাদের ছেলেমেয়েদের মাদ্রাসায় ভর্তির প্রবণতা অন্যদের তুলনায় বেশি।

### শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ

প্রতি এক হাজার জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে কতটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে এ ধরনের হিসাব থেকে কোনো এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাপ্যতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। দেখা গেছে, সিলেট বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাপ্যতা

দেশের অন্যান্য এলাকার মতোই। কিন্তু মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে সিলেট অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। যদিও মাধ্যমিক স্তরে পড়ালেখা করার উপযোগী শিশুদের ৬.৪% সিলেট বিভাগে বসবাস করে কিন্তু দেশের মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাত্র ৩.৯% সিলেট বিভাগে অবস্থিত। এই গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, গবেষণাভুক্ত ৪২% গ্রামে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। এই গ্রামগুলোর বেশিরভাগই আকারে খুব ছোট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং হয়তো গ্রামগুলোতে স্কুল চালু করার মতো পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষার্থীও নেই। দেখা গেছে, এই গ্রামগুলোর বেশিরভাগই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণ বসবাস করেন।

### ঙ. নীতিসংক্রান্ত সুপারিশমালা

শিক্ষাক্ষেত্রে সিলেটের অনগ্রসরতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই গবেষণায় এককভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। অনুসন্ধানে যে কারণগুলো পাওয়া গেছে তার বেশিরভাগই বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতার মৌলিক কারণগুলোর প্রতিচ্ছবি মাত্র। সেজন্য সিলেটের ক্ষেত্রে সমাধান খুঁজে পেতে হবে সার্বিকভাবে জাতীয় কৌশল এবং প্রাধান্যের মধ্যে। শিক্ষার অসম বিস্তার যে বাংলাদেশের শিক্ষা উন্নয়নের পথে বড় ধরনের অন্তরায় তা এডুকেশন ওয়াচের ২০০৩/৪, ২০০৭ ও ২০০৮ সালের গবেষণাসমূহে ব্যাপকভাবে উঠে এসেছে। ঐ গবেষণা প্রতিবেদনসমূহে যে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে তার বেশিরভাগই সিলেট বিভাগের জন্যও প্রাসঙ্গিক। বর্তমান শিক্ষানীতির দ্রুত বাস্তবায়ন করলে এবং কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ নজর দিলে সিলেট বিভাগের শিক্ষার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে সহায়ক হবে।

- সিলেট বিভাগের বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক পরিবেশ এবং এর অভ্যন্তরস্থ বিভিন্নতা বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, শিক্ষা উন্নয়নের একটি সাধারণ নীতিমালা সম্ভবত পুরো এলাকার জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে। বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেওয়া দরকার। পাশাপাশি জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ সমতা বিধানের যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়েছে তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া দরকার। বিশেষ করে সিলেট বিভাগে বিকেন্দ্রীকৃত শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার দিকে জোরালোভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেওয়া দরকার। উভয় পর্যায়েই পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারের একটা সাধারণ দিকনির্দেশনা থাকতে পারে। চা-বাগানে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বাগান ব্যবস্থাপকদের অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- হাওর অঞ্চলের বিশেষ ভৌগোলিক বাস্তবতার কারণে সেখানকার শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়া বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। গ্রীষ্ম ও বর্ষা মৌসুমে এই

এলাকার রূপ বদলে যায়, ফলে ঝুঁকির মাত্রাও পরিবর্তিত হয়। শিশুদের স্বার্থে এলাকায় যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন। বাস্তব কারণে পুরো হাওর এলাকায় রাস্তা নির্মাণ সম্ভব নাও হতে পারে। বর্ষা মৌসুমে পানি প্রবাহের গতিপ্রকৃতি ও শক্তি বিবেচনায় নিয়ে সম্ভাব্যক্ষেত্রে নতুন রাস্তা নির্মাণ করা দরকার। দরকার পুরাতন রাস্তাগুলোর সংস্কারসাধন করা। বর্ষা মৌসুমে হাওর এলাকায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য বিশেষ জলযান (ওয়াটার বাস) চালু করা যেতে পারে।

- শিক্ষা প্রসারে সরকার ও নানা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যেসব ইতিবাচক কর্মসূচি রয়েছে সেগুলো সিলেটের কোনো কোনো অঞ্চলে বর্ধিত আকারে বিস্তৃত করা যেতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে উপবৃত্তি ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি। যেসব এলাকায় শিক্ষার্থী ভর্তির হার কম এবং আগাম বাবে পড়ার হার বেশি সেসব এলাকায় উপবৃত্তির পরিমাণ এবং সংখ্যা উভয়ই বাড়ানো যেতে পারে। সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলার বৃহৎ অংশ অর্থাৎ পুরো হাওর এলাকা এবং মৌলভীবাজার জেলার চা-বাগানসমূহকে এ ধরনের সুবিধার আওতায় আনা দরকার। এ ধরনের সুবিধা পরিবারগুলোর আর্থিক অসমর্থতা দূর করতে এবং শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করে পড়ালেখা চালিয়ে নিতে প্রণোদনা যোগাতে সাহায্য করবে।
- বিশেষ করে সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার স্বল্পতার কারণে বাংলাদেশে বিদ্যালয় পরিদর্শনের মান খুবই দুর্বল। প্রতিজন কর্মকর্তাকে এত বেশি সংখ্যক বিদ্যালয়ের ভার দেওয়া থাকে যে তাদের পক্ষে কুলিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। সিলেটের অবস্থাও পুরো দেশের অনুরূপ। সিলেট বিভাগের গ্রামীণ উপজেলাসমূহে আরও বেশি সংখ্যক কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি করে অনতিবিলম্বে তাদের নিয়োগ দেওয়া দরকার। বিশেষ করে দুর্গম এলাকাসমূহের জন্য এটি বেশি প্রযোজ্য। এধরনের উদ্যোগের লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রতিজন কর্মকর্তাকে স্বল্পসংখ্যক (১২-১৫টি) বিদ্যালয়ের দায়িত্ব দেওয়া যেন তারা বিদ্যালয় পরিদর্শনের মাত্রা ও গুণগত মান উভয়ই বাড়াতে পারেন। উপজেলা রিসোর্স সেন্টার এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে তদারকিও বাড়ানো উচিত। এর লক্ষ্য হওয়া উচিত শিক্ষকদের নিয়মিত ও সময়মতো উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণ-শিখনের মান বাড়ানো। এধরনের কাজে ইউনিয়ন পরিষদের সম্ভাব্য ভূমিকা কী হতে পারে তাও গুরুত্বসহকারে খতিয়ে দেখা দরকার।
- যে সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষকস্বল্পতা রয়েছে সেখানে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া দরকার। শিক্ষকরা যেন বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী কোনো সুবিধাজনক স্থানে বসবাস করেন সে জন্য তাদের উৎসাহ প্রদান করা দরকার। স্থানীয়ভাবে অধিকসংখ্যক অস্থায়ী

শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে শিক্ষকস্বল্পতা নিরসনের একটা উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে হাওর অঞ্চলের ক্ষেত্রে এ ধরনের শিক্ষক বিশেষভাবে প্রয়োজন। হাওর, চা-বাগান ও পাহাড়ের মতো দুর্গম এলাকার বিদ্যালয়সমূহে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শিক্ষকদের কর্ম উদ্দীপনা বাড়ানোর জন্য মাঝে মাঝে কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে। পারিতোষিক বাড়িয়ে ডাক্তারদের গ্রামে থেকে কাজ করতে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে থাইল্যান্ড সফলতা দেখিয়েছে।

- শিশুদের শিক্ষার প্রতি মা-বাবার দায়িত্ববোধ বাড়ানো এবং শিক্ষকদেরকে তাদের কাজের প্রতি আরও জবাবদিহি করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে বিদ্যালয় পর্যায়ে অভিভাবক-শিক্ষক সভার আয়োজন করা দরকার। মা-বাবার সঙ্গে বিদ্যালয়ের যোগাযোগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে এবং সার্বিকভাবে জবাবদিহিতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে উপজেলা শিক্ষা অফিসের শক্ত ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। কর্মকর্তাদেরকে কমসংখ্যক বিদ্যালয়ের দায়িত্ব দিলে, নিবিড় পরিদর্শনের মাধ্যমে তারা তা করতে পারেন।
- চা-বাগানসমূহ এবং দুর্গম হাওর এলাকায় যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্বল্পতা রয়েছে সেখানে নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করা দরকার। স্থায়ী ও আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় স্থাপন যদি সময়সাপেক্ষ হয় তবে অস্থায়ী ভিত্তিতে উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় স্থাপনের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। সরকারের আর্থিক সহায়তা নিয়ে স্থানীয় ও জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বেসরকারি উদ্যোক্তারা একাজ করতে পারেন। বিদ্যালয়সমূহে স্থানীয় শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়া উচিত। শিশুসংখ্যার অনুপাতে দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় সিলেটে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক কম। বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে সরকারের উচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা।
- সিলেটের শিক্ষা উন্নয়নে আরও বেশি অবদান রাখতে অনাবাসী বাংলাদেশিদের উৎসাহিত করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। এমন ব্যবস্থা নেওয়া দরকার যেন একটা যৌথ ও সমন্বিত কর্মোদ্যোগের সৃষ্টি হয়। সরকারি উদ্যোগে সিলেট বিভাগের জন্য বিশেষ শিক্ষা তহবিল গঠন করা যেতে পারে যেখানে সরকার ও অনাবাসী বাংলাদেশিরা নিজ নিজ অবদান রাখবেন। তহবিলে সরকারের অবদান অনাবাসীদের অবদান রাখতে উৎসাহিত করবে। তহবিলের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ভালো ভূমিকা রাখতে পারে।

সবশেষে, শিক্ষার্থীদের অভিগম্যতা ও শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে যে জেডার সমতা অর্জিত হয়েছে তা বজায় রাখার সর্বাঙ্গিক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।



## গবেষণায় যারা বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত

স্যার ফজলে হাসান আবেদ<sup>১</sup>  
 আহসান আবদুল্লাহ<sup>২</sup>  
 ড. আনোয়ার আকাশ<sup>২</sup>  
 ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ<sup>১</sup>  
 ড. মনজুর আহমদ<sup>১,৫</sup>  
 আফতাব উদ্দিন আহমদ<sup>১</sup>  
 অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ<sup>১,৪</sup>  
 যেহীন আহমেদ<sup>১</sup>  
 অধ্যাপক কফিল উদ্দিন আহমেদ<sup>১</sup>  
 জসিমউদ্দিন আহমেদ<sup>১</sup>  
 ড. জাহেদা আহমেদ<sup>১</sup>  
 অধ্যাপক শফি আহমেদ<sup>১</sup>  
 ড. সৈয়দ সাদ আন্দালিব<sup>১</sup>  
 সৈয়দা তাহমিনা আকতার<sup>১</sup>  
 অধ্যাপক এস. এম. নূরুল আলম<sup>২,৪</sup>  
 ড. মাহমুদুল আলম<sup>২</sup>  
 অধ্যাপক মোঃ শফিউল আলম<sup>২</sup>  
 কাজী রফিকুল আলম<sup>১</sup>  
 খন্দকার সাখাওয়াত আলী<sup>২</sup>  
 অধ্যাপক মুহম্মদ আলী<sup>১</sup>  
 রুহুল আমিন<sup>১</sup>  
 মোহাম্মদ নিয়াজ আসাদউল্লাহ<sup>১</sup>  
 অধ্যাপক আলী আজম<sup>১</sup>  
 ড. আনোয়ারা বেগম<sup>২</sup>  
 ড. আব্বাস ভূইয়া<sup>২</sup>  
 ড. আহমদ মোশ্তাক রাজা চৌধুরী<sup>১,৬</sup>  
 ড. মো. ফজলুল করিম চৌধুরী<sup>১,৪</sup>  
 সুব্রত এস ধর<sup>১</sup>  
 নবেন্দ্র দাহাল<sup>১</sup>  
 হাসিনা হাবিব<sup>১</sup>  
 রাশেদা কে. চৌধুরী<sup>১,৬</sup>  
 কে. এম. এনামুল হক<sup>২</sup>  
 অধ্যাপক মুহাম্মদ নাজমুল হক<sup>২</sup>  
 ড. এম. আনোয়ারুল হক<sup>১</sup>  
 ড. এম. সামছুল হক<sup>১</sup>

সামসে আরা হাসান<sup>১</sup>  
 আওলাদ হোসেন<sup>১,৪</sup>  
 মোঃ মোফাজ্জল হোসেন<sup>২</sup>  
 ড. মুহাম্মদ ইব্রাহিম<sup>১</sup>  
 অধ্যাপক মোঃ রিয়াজুল ইসলাম<sup>১</sup>  
 রওশন জাহান<sup>২,৫</sup>  
 ড. আহমেদ আল-কবির<sup>১</sup>  
 মো. মাহবুবুল কবির<sup>১,৪</sup>  
 নূরুল ইসলাম খান<sup>২</sup>  
 ড. আবু হামিদ লতিফ<sup>১</sup>  
 ইরাম মরিয়ম<sup>২</sup>  
 সিমিন মাহমুদ<sup>২</sup>  
 মোহাম্মদ মহসিন<sup>২</sup>  
 ড. আহমদুল্যাহ মিয়া<sup>২</sup>  
 ওয়াহিদুজ্জামান মিয়া<sup>১</sup>  
 ড. মোস্তফা কে. মুজেরী<sup>১</sup>  
 আমিনা মাহবুব<sup>১,৪</sup>  
 সমীর রঞ্জন নাথ<sup>২,৪</sup>  
 এহছানুর রহমান<sup>২</sup>  
 জওশন আরা রহমান<sup>১,৫</sup>  
 কাজী ফজলুর রহমান<sup>১,৫</sup>  
 অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান<sup>১</sup>  
 ম. হাবিবুর রহমান<sup>২</sup>  
 আ. ন. স. হাবিবুর রহমান<sup>১</sup>  
 মোঃ আবদুর রফিক<sup>২</sup>  
 ড. এম. মতিউর রহমান<sup>১</sup>  
 ড. ছিদ্দিকুর রহমান<sup>২</sup>  
 ড. মোঃ আসাদুজ্জামান<sup>১</sup>  
 এ. এন. রাশেদা<sup>১</sup>  
 তালেয়া রেহমান<sup>১</sup>  
 গৌতম রায়<sup>১,৪</sup>  
 অধ্যাপক রেহমান সোবহান<sup>১</sup>  
 মহিউদ্দিন আহমেদ তালুকদার<sup>২</sup>  
 মোহাম্মদ মুনতাসিম তানভীর<sup>২</sup>  
 ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন<sup>১</sup>  
 এ. এম. এম. আহসান উল্লাহ<sup>১</sup>

১. উপদেষ্টা বোর্ড সদস্য
২. কর্মদল সদস্য
৩. টেকনিক্যাল টিম সদস্য
৪. প্রতিবেদন প্রণয়নকারী
৫. রিভিউ টিম সদস্য
৬. সম্পাদনা টিম সদস্য



Education Watch 2009-10

**Exploring Low Performance in Education  
The Case of Sylhet Division**

**Overview of the Main Report**

**Research Team**

Samir Ranjan Nath  
Md. Mahbubul Kabir  
Kazi Saleh Ahmed  
Goutam Roy  
Awlad Hossain  
S. M. Nurul Alam  
Fazlul Karim Chowdhury  
Amina Mahbub

**Reviewers**

Manzoor Ahmed  
Kazi Fazlur Rahman  
Jowshan Ara Rahman  
Roushan Jahan  
Ahmed Al- Kabir

**Editors**

A. M. R. Chowdhury  
Rasheda K. Choudhury

**April 2011**



**Campaign for Popular Education (CAMPE)**

*Contact address*

**Campaign for Popular Education (CAMPE), Bangladesh**

5/14 Humayun Road, Mohammadpur, Dhaka 1207

Phone: 9130427, 8155031, 8155032

E-mail: [info@campebd.org](mailto:info@campebd.org)

Website: [www.campebd.org](http://www.campebd.org)

## Overview

---

### A. Background

Bangladesh has made progress in various arena of socio-economic development since its Independence in 1971. Such progress has been possible due to continuous and collective effort of common people, the government and the development partners. However, sadly, after four decades of Independence, a high rate of poverty with huge income and wealth inequalities are the realities.

Education is a key to address the challenges of development. The country has improved much in various aspects of educational attainment. Major improvement has occurred during the past two decades. An unfortunate feature of educational development in the country, however, is the inequity. Inequities exist in terms of school type, streams of education, geographical locations and socioeconomic status. Coexistence of development and inequity does not match with the spirit of our Constitution or the new Education Policy 2010. Elimination of inequity from education in Bangladesh is urgently needed. In-depth studies are required to understand the nature of such inequities, formulate policies for an equitable educational provision and proper implementation of such policies.

Geographically, Sylhet division is a low performing region. This study explored the reasons behind the slow progress of Sylhet division in school education. This can be considered as a case study on Sylhet division in the broader context of regional deprivation in education.

### B. The Sylhet Division

Sylhet division is located in the North-East corner of Bangladesh. It has an area of about 12,596 Sq. Km. with about nine million population. It has 8.5% of the total land area and 6.4% of the total population of Bangladesh. Whereas 23% of the country's population live in urban areas, it is 12.5% in Sylhet division. Distinct from other areas of the country, Sylhet is characterized by its diversity in social, economic and geographical outlines. Of the total land, plain land covers 57.5%, haor 30.2% and tea estates/forest/hilly areas 12.5%.

Sylhet is more prosperous and rich in terms of natural resources and general economic condition of the population but has worst social outcomes. Whereas, 40% of the population live below poverty line at the national level, it is 33.8% in Sylhet division. The division has the lowest human development index. In terms of health indicators it has the highest U5 mortality and fertility rates, and lowest rates of immunization. Historically, Sylhet has a huge number of its population living abroad. Approximately 5% of the households in Sylhet division depend mainly on such remittances.

In Sylhet, the net enrolment rate is 80.5% at primary level and 64.2% at secondary level. Both the figures are much lower than the national averages of 86.4% and 77.7% respectively. Similarly, in terms of ever schooled population and the rate of primary and secondary education completers, Sylhet division lag much behind the national average as well as other parts of the country. Sylhet is a worse performer in terms of literacy rate too. The literacy rate for 7+ population is 40.7% and for adult population it is 44.4%. These rates are respectively 48.5% and 52.1% for the whole Bangladesh. There is no literate person in 30.8% of the households in Sylhet division compared to 21.5% for the whole country.

*Educational situation of Sylhet division in comparison with national scenario*

Indicators	Bangladesh	Sylhet	Highest
NER among children aged 6-10 yrs.	86.4	80.5	92.5
NER rate among children aged 11-15 yrs.	77.7	64.2	83.6
% of ever schooled population (6y+)	67.2	61.4	79.0
% of primary completers (11y+)	51.3	43.1	70.2
% of secondary completers (15y+)	14.3	7.1	35.4
Literacy rate (7y+)	48.5	40.7	66.6
Adult literacy rate (15y+)	52.1	44.4	73.0
% of HHs with at least one literate person	78.5	69.2	90.1

NER = Net enrolment rate, HH = Household

The highest values of the first two indicators occurred in rural Khulna division and the rest in the metropolitan cities.

Source: CAMPE, 2009

The above description of Sylhet division clearly shows a paradoxical situation: a relatively good economic condition

but worsening social indicators. Though the findings of the earlier studies of *Education Watch* revealed the paradox, no detailed analysis was possible due to study focus and unavailability of data. This is alarming and deserves special attention. The *Education Watch* thus decided to explore the reasons behind such a backward situation of Sylhet in education.

### C. Objectives and Methods

The major research question was why the Sylhet division is lagging behind the other parts of the country in various educational indicators? What are the constraints (social, economic, regional, environmental, migration-related, faith-based, etc.) that put Sylhet behind other divisions? Why these constraints prevail and how these can be addressed?

Both quantitative and qualitative methods were adopted in achieving the above research objectives. Much of the quantitative information for the study came through three surveys, viz., a household survey, an educational institution survey and a community-level survey. Under educational institution survey, both primary and secondary educational institutions were covered. For the qualitative part of the investigation, four communities (villages in rural areas and *mahallas* in urban areas) from four different locations were selected and in-depth exploration was done on various issues related to education. In addition, available official statistics was used to supplement the qualitative and quantitative information.

The sampling was designed in such a way that separate estimates are possible for the five strata of interest (four rural districts and the urban areas). Proportional allocation of sample was ensured for three distinct spots in each stratum, viz., plain lands, *haor* areas and tea estates/hills/forests. Primary data were collected from randomly picked 344 communities, 7,498 households and 254 educational institutions. The Community Series of the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) and list of educational institutions maintained by the Directorate of Primary Education (DPE) and

Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS) were used as sampling frame. Fifty-six in-depth interviews, 12 focus group discussions, 64 case studies and eight observations comprised the pool of data for qualitative analysis. For the latter, various types of informants were interviewed using 15 different checklists. The fieldwork for the study was done in March-April 2010.

### D. Major Findings

This study explored various issues related to household, educational institution and community. Multiple as well as interrelated factors were found responsible for lower performance of Sylhet division. The reasons are hardly unique in the sense that these also exist for other parts of the country. However, the level and degree of importance of some of the reasons were different in Sylhet compared to the rest of the country. These are particularly due to socio-geographical characteristics of this division.

#### *Geography*

*Haor* and tea estates are two significantly different geographical locations in Sylhet division where housing, transportation and livelihoods are significantly worse from

#### *Net enrolment rate by stratum, location and age group*

Stratum/location	Age group		
	6-10 years	11-15 years	6-15 years
<b>Stratum</b>			
Rural Sylhet	83.6	67.0	75.8
Rural Sunamganj	80.6	64.1	73.7
Rural Habiganj	82.0	68.1	76.0
Rural Moulvibazar	81.7	65.3	73.9
Urban areas	86.6	68.1	77.9
<b>Location</b>			
Plain lands	83.8	69.0	77.0
<i>Haor</i> areas	82.4	62.8	74.0
Tea estates	70.6	57.6	64.4
Hills	89.3	66.3	78.5
Forests	79.0	62.8	71.5
All Sylhet	82.4	66.3	75.0
National	86.4	77.7	82.4

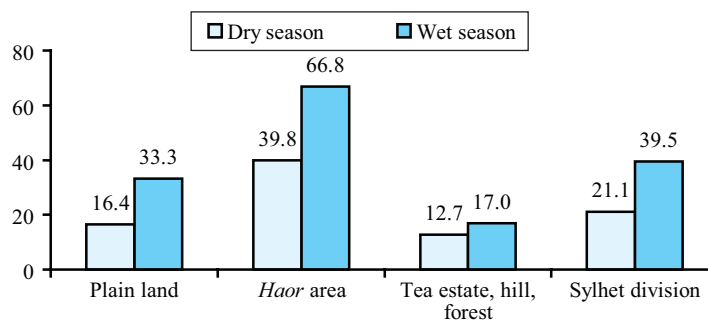
*Source: Education Watch Household Survey, 2010*



other parts of the division and the country. Seasonal variations also exist in these. This study reveals that except urban part of Sylhet division, school enrolment rate was behind the national average in all the districts and locations. The rate was far behind in the tea estates and in Sunamganj and Moulvibazar districts. Rural Sunamganj is largely covered by haors and rural Moulvibazar by tea estates.

The children in these areas are unable to continue education smoothly mainly due to economic deprivation and social inequalities arising from their geographical isolation. Although the overall economic situation is better than the rest of Bangladesh, there is a likelihood that due to the geographical reasons the inequality in income distribution (in terms of Gini coefficient, for example) would be worse in Sylhet. Compared to 38.5% overall in Sylhet division, more than half of the *haor* communities (54%) under study had only *kancha* roads. The head teachers reported that over a fifth of the students had to face ‘bad’ transportation during dry season which doubled in the wet season. The situation was worse in rural Sunamganj and in the *haor* areas. Qualitative investigation found the practice of child labour as a major reason for dropping out from schools.

*Percentage of primary students facing transportation difficulty by location and season*



Source: Education Watch Educational Institution Survey, 2010

### *Late start and early dropout*

Children of Sylhet division, in general, start school late compared to other parts of the country; they also drop out

earlier than others. The age-specific enrolment rates in Sylhet division were found lower for all ages compared to the national averages. Whereas, at the national level 65% of the children of age six was found enrolled in schools, it was 52% in Sylhet division. A portion of the parents reported that they were not aware about age of admission to school and a portion could not mention any reason for this. Schools also refused admission to some children. By the age of 15 years, half of the children of the plain lands, 60% of those of *haor* areas and 73% of those in the tea estates/hills/forests were out-of-school. The comparative national figure was less than 40%. A portion of them were just unable to bear cost of education and others engaged in income earning activities too early. Poor teaching-learning provision and lack of care in schools were identified as important reasons for leaving school.

#### *Age specific net enrolment rate*

Age (years)	Plain areas	<i>Haor</i> areas	Tea estate/hill/forest	Sylhet division	National (2008)
6	50.5	55.2	52.3	52.1	65.0
7	86.5	82.2	79.6	84.3	85.5
8	92.7	92.2	90.1	92.4	93.3
9	94.0	92.2	89.4	93.0	94.5
10	89.6	87.7	84.2	88.4	92.1
11	89.5	85.4	86.5	88.1	90.8
12	78.5	70.9	74.2	75.7	83.9
13	71.0	65.1	65.6	68.7	80.4
14	53.6	53.7	45.6	52.8	71.9
15	49.2	39.2	27.4	43.5	61.9

Source: Education Watch Household Survey, 2010

#### *Community awareness*

The parents were found appreciating the value of education but when they, particularly the poor, weighed it against economic opportunity costs the latter prevailed in many cases. We thus found a high incidence of child labour, both paid and unpaid. Added to this is the lure of migrating to a foreign country, especially UK, for better livelihood. The heads of the educational institutions also identified 'lack of awareness' of the parents as a barrier to educational progress in Sylhet division.

### *Educational facilities*

Compared to the other parts of the country, per capita availability of primary level educational institutions in Sylhet division was not less but it was not the case for secondary education. Against 6.4% of the student population at both the levels, Sylhet division contained 7.8% of the primary level institutions and 3.9% of the secondary level institutions in the country. This clearly shows inadequacy of secondary education provision in Sylhet; which indicates lower institutional investments in education. Infrastructure of the educational institutions and learning opportunities there play important role in the performance of the students. The primary educational institutions in Sylhet division were found behind the other parts of the country in majority of the indicators related to school facilities and learning opportunities. On the other hand, in case of secondary education, institutions in Sylhet division were mostly compatible to those in other parts of the country. Primary educational institutions in Sylhet division lacked electricity and drinking water facilities, play grounds, cleanliness of walls and floors, and good quality blackboards. It also lacked secondary science laboratories.

### *The teachers, their absenteeism and punctuality*

Whether it is a primary or a secondary school, shortage of teacher was a common phenomenon in the schools of Sylhet division. Average number of teachers was 4.4 in the primary schools and 12.8 in the secondary schools. The corresponding figures at the national level were 5.1 and 14.3. However, the teachers in Sylhet division were comparable to the other parts of the country in terms of educational qualification and training. Proportion of female teachers was also better in Sylhet. A quarter of the rural school teachers lived in urban areas.

Absenteeism, and late arrival in and early departure from school – all are significantly higher among the school teachers in Sylhet division. On the day of the survey, 21.6% of the primary school teachers and 12.4% of the secondary school teachers were absent from school. These were higher than the national averages. The situation was found at its worst at

primary level, especially in rural Sunamganj, Habiganj and Moulvibazar districts. Over a quarter of these teachers were found absent. Females and teachers in schools of *haor* areas were more likely to be absent.

Very few of the teachers who attended in school on the counting day were punctual as a good number of them attended school late and/or departed early. The problem was more serious at primary level. The average loss of time for this was 56 minutes per day for primary teachers and 48 minutes for secondary teachers. Primary school teachers in the *haor* areas and in Sunamganj district were least punctual. Average loss of

*Average loss time (minute) per day per teacher*

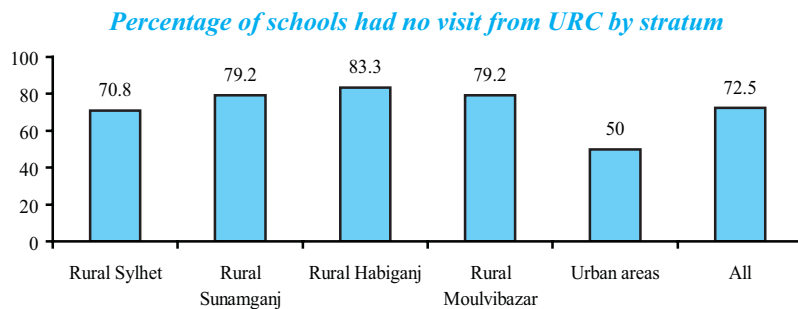
Stratum/location/gender	Primary teacher	Secondary teacher
<b>Stratum</b>		
Rural Sylhet	66	70
Rural Sunamganj	80	44
Rural Habiganj	56	58
Rural Moulvibazar	41	27
Urban areas	42	47
<b>Location</b>		
Plain land	50	51
Haor area	76	38
Tea estate/forest/hill	34	-
<b>Gender</b>		
Females	54	47
Males	60	49
All	56	48

Source: Education Watch Educational Institution Survey, 2010

time per day was 76 minutes for *haor* teachers and 80 minutes for Sunamganj teachers. The male teachers were ahead of their female counterparts in terms of loss of time. The qualitative study also confirmed that only a few teachers attended school on time and stayed there for the entire duration. A good amount of contact-hours is lost due to this which affects classroom teaching, co-curricular activities and students' behaviour.

### *Management weakness*

School managing committees and the *upazila* education officials were less pro-active in addressing the key issues of school operation. Some educational institutions were not visited at all throughout a year or visited once or twice which is inadequate to meet the needs of the institutions. Visit from the *upazila* resource centres was also very limited– 72.5% of the primary schools had no visit during 2009. Scanning the meeting minutes of the school managing committees, we did not find any record of discussion of teachers' discipline. The *upazila* education officials put it on their agenda but could not track it and take any effective actions. School visits were mostly superficial. Issues discussed in those visits were not directly linked to identification of practical barriers related to quality of education or how to overcome those barriers. Shortage of officials was found a major constraint in school supervision.



Source: Education Watch Educational Institution Survey, 2010

### *Non-resident Bangladeshi households*

Non-resident Bangladeshis (NRB) are important source of earning in Sylhet division. About a fifth of the surveyed households were identified as connected with non-resident Bangladeshis (NRB). Majority of them sent remittances to their kith and kin back home during the year prior to the survey. Fifty-two percent of the remittances was used to meet day-to-day family expenses and construction and reconstruction of houses. Amount of NRB remittances spent on education was 3.7% of the total remittance. A part of the remittance also went to fund madrasas, mosques and schools.

A very small portion of the donation was for general education. Again, in terms of amount of donation, the madrasas got priority. We also observed that having NRB member in the household had positive impact on school enrolment of the children; however, such impact was limited to primary education. It can thus be said that the remittance could better be utilized for education of the children of NRB households as well as for educational development of the common people.

### *Migrant households*

An issue often mentioned concerning Sylhet division is migration. However, we did not find it as a serious problem which could influence social or educational progress of the division. Of the total households in Sylhet division, 5.3% came from outside Sylhet division, 3.6% migrated from one part to another within the division and 91.1% were non-migrants or permanent residents. In terms of school enrolment the migrants and non-migrants (permanent residents) performed equally well. However, those who migrated from one part to another within the division lagged much behind the previous two groups. Such a relationship was found throughout the schooling years (6-15 years).

### *Role of madrasas*

Madrasas have important place in our education system. Incidence of children enrolled in madrasa education was found more in Sylhet division compared to other places in Bangladesh. Enrolment in non-graded madrasas like *kaomi* and *kharizi* was found more in Sylhet division. Parental wish to provide their children with madrasa education due to its link with religion was found as one of the major reasons for enrolment in the madrasas. Some parents perceived that madrasas provided better quality education and to some it was the closest educational institution available. The permanent residents, NRB households and the mothers with incomplete primary education were more likely to send their children to the madrasas.

### *Educational investment*

Although per capita availability (say, number of schools per 1000 school aged children) was not less for primary schools in

Sylhet, it was significantly less for secondary schools, compared to the rest of the country. While Sylhet has 6.4% of the school-aged children, it has only 3.9% of the secondary institutions. Our study also found that 42% of the villages had no primary schools at all. It is plausible that many of such villages are small villages without ‘adequate’ number of children. It was found that many of such villages are in areas inhabited predominantly by ethnic minorities.

### **E. Policy Recommendations**

This study unfortunately failed to unearth any significantly unique factor that explained the poor progress in Sylhet. As much of the factors identified resonate quite well with the overall educational discourse nationally, the solution will also have to be found in the overall national strategies and priorities. The *Education Watch* studies of 2003/4, 2007 and 2008 identified inequity as a serious problem. Recommendations made in these studies to tackle inequity in education are also very much relevant to Sylhet division. Reinforcement of present policies would perhaps help the division progress faster.

- Considering the broad geographical diversity of Sylhet division and variations within, a general principle of educational development strategy would possibly not fit for the whole region. Recognising the fact and the principle of equity mentioned in the Education Policy 2010 it is important to flag on decentralized educational planning and implementation. Educational institutional level planning as part of broader *upazila* level planning for educational development through some guiding principle of the government should urgently be considered. Involvement of tea-estate management in the planning process is important for the tea estates.
- Children of *haor* areas are at risk of not attending schools due to unique geographical reality there, which has different effects in dry and wet seasons. To help the children improvement of the transportation system is urgent. However, construction of roads would not be feasible throughout the haor areas. Considering the mode and strength of water flow during wet season new roads can

be constructed wherever possible and existing roads can be reconstructed. Special water bus services for the students and teachers can be introduced specifically during the wet seasons in haor areas.

- Various affirmative actions that the government and the NGOs have undertaken already can be expanded in some parts of Sylhet division. These include stipend and cash for education programmes of the government and non-formal education provision of the NGOs. Volume of *upabritti* and secondary school stipend programme can be expanded in those communities where enrolment rate is poor and early dropout is high. Most communities in the *haor* areas in rural Sunamganj and Habiganj districts and the tea estates in Moulvibazar district deserve such incentives. This would help reducing economic vulnerability of the households and encourage them to send children to school and continue education.
- Supervision of schools is in general weak in Bangladesh especially due to overburdened supervisor such as assistant *upazila* education officers (AUEO). Sylhet is not different. It is important to appoint more AUEOs in all *upazilas* of Sylhet division especially in the remote and hard to reach *upazilas*. The aim of this should be to give responsibility of a small (12-15) number of schools to each of them so that they can increase their school visits and improve quality of supervision. Supervision from the *upazila* resource centres and by the school managing committees should also be increased. Focus of this should include teachers' regular attendance with punctuality and quality teaching-learning in the classrooms. The potential role of union parishads in this should be seriously considered.
- More teachers should be appointed in those schools where there is a shortage and the teachers should be encouraged to live nearer to the schools as much as possible. Teacher shortage can immediately be filled by appointing more temporary teachers from the local communities. Local teachers are particularly important for *haor* areas in Sunamganj and Habiganj districts. Special hardship allowance for the teachers working in the remote and hard to reach areas including the tea estates and hills can



be introduced. Motivational workshops for the teachers can also be arranged. Thailand has achieved success in keeping their doctors in rural areas by increasing the remuneration.

- Regular parent-teacher meetings can be organised at school level to make the parents more aware and responsive about education of their children and the teachers more responsible in their duty and accountable to the needs of the students. The school managing committees can also play important role in increasing the link between parents and the schools and accountability as a whole. *Upazila* education office has to play a strong role in this which can be done through allocating smaller number of schools, as mentioned earlier, to each AUEO and providing close supervision to them.
- More schools need to be established in the tea estates and in communities in remote haor areas where there is shortage of primary schools. If establishment of formal schools takes time, non-formal primary schools can be established as a temporary solution. The government can provide financial support to the experienced local and national NGOs and the private initiators to provide such facilities. Appointment of local teachers should be a must in these schools. The division has lesser number of secondary schools than its share of the school-aged children. The government should encourage setting up of such schools in large numbers to offset the disparity.
- A mechanism can be found out to encourage the non-resident Bangladeshis (NRB) to contribute more for educational development of Sylhet division. Space should be created so that a collective initiative can be taken. The government can initiate creating a special education fund for Sylhet division in which both the government and the NRBs can contribute. Government's contribution to this fund may encourage the NRBs. An autonomous authority rather than a government agency would do well in better utilization of this fund.

Finally, it is important to uphold the present gender parity in student participation and teachers recruitment.

## Contributors

- Sir Fazle Hasan Abed<sup>1</sup>  
Ahsan Abdullah<sup>2</sup>  
Dr. Anwar Akash<sup>2</sup>  
Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad<sup>1</sup>  
Brigadier General (Rtd) Aftab Uddin Ahmad<sup>1</sup>  
Dr. Manzoor Ahmed<sup>1,5</sup>  
Dr. Kazi Saleh Ahmed<sup>1,4</sup>  
Zahin Ahmed<sup>1</sup>  
Jasim Uddin Ahmed<sup>3</sup>  
Dr. Zaheda Ahmad<sup>1</sup>  
Prof. Kafil Uddin Ahmed<sup>3</sup>  
Prof. Shafi Ahmed<sup>1</sup>  
Dr. Syed Sadd Andaleeb<sup>1</sup>  
Syeda Tahmina Akhter<sup>3</sup>  
Prof. S. M. Nurul Alam<sup>2,4</sup>  
Dr. Mahmudul Alam<sup>2</sup>  
Prof. Md. Shafiul Alam<sup>2</sup>  
Kazi Rafiqul Alam<sup>1</sup>  
Khondoker Shakhawat Ali<sup>2</sup>  
Prof. Muhammad Ali<sup>3</sup>  
Ruhul Amin<sup>3</sup>  
Mohammad Niaz Asadullah<sup>1</sup>  
Prof. Ali Azam<sup>3</sup>  
Dr. Anwara Begum<sup>2</sup>  
Dr. Abbas Bhuiyan<sup>2</sup>  
Dr. A. M. R. Chowdhury<sup>1,6</sup>  
Dr. Md. Fazlul Karim Chowdhury<sup>1,4</sup>  
Subrata S. Dhar<sup>1</sup>  
Nabendra Dahal<sup>1</sup>  
Hasina Habib<sup>3</sup>  
Reshada K. Choudhury<sup>1,6</sup>  
Dr. M. Anwarul Huque<sup>1</sup>  
K. M. Enamul Hoque<sup>2</sup>  
Prof. M. Nazmul Haq<sup>2</sup>  
Dr. M. Shamsul Hoque<sup>3</sup>
- Shamse Ara Hasan<sup>1</sup>  
Md. Awlad Hossain<sup>3,4</sup>  
Md. Mofazzal Hossain<sup>2</sup>  
Dr. Muhammad Ibrahim<sup>1</sup>  
Prof. Md. Riazul Islam<sup>3</sup>  
Roushan Jahan<sup>2,5</sup>  
Dr. Ahmed Al-Kabir<sup>1</sup>  
Md. Mahbulul Kabir<sup>3,4</sup>  
Nurul Islam Khan<sup>2</sup>  
Dr. Abu Hamid Latif<sup>1</sup>  
Erum Mariam<sup>2</sup>  
Simeen Mahmood<sup>2</sup>  
Mohammad Mohsin<sup>2</sup>  
Dr. Ahmadullah Mia<sup>2</sup>  
Md. Wahiduzzaman Miah<sup>3</sup>  
Dr. Mustafa K. Mujeri<sup>1</sup>  
Amina Mahbub<sup>3,4</sup>  
Samir Ranjan Nath<sup>2,4</sup>  
M. Ehsanur Rahman<sup>2</sup>  
Jowshan Ara Rahman<sup>1,5</sup>  
Kazi Fazlur Rahman<sup>1,5</sup>  
Prof. Mustafizur Rahman<sup>1</sup>  
M. Habibur Rahman<sup>2</sup>  
A. N. S. Habibur Rahman<sup>3</sup>  
Dr. Siddiqur Rahman<sup>2</sup>  
Dr. M. Asaduzzaman<sup>1</sup>  
Dr. M. Matiur Rahman<sup>3</sup>  
Abdur Rafiq<sup>2</sup>  
A. N. Rasheda<sup>1</sup>  
Taleya Rehman<sup>1</sup>  
Goutam Roy<sup>3,4</sup>  
Prof. Rehman Sobhan<sup>1</sup>  
Mohiuddin Ahmed Talukder<sup>2</sup>  
Mohammad Muntasim Tanvir<sup>2</sup>  
Dr. Mohammed Farashuddin<sup>1</sup>  
A. M. M. Ahsan Ullah<sup>3</sup>

1. Advisory Board member
2. Working Group member
3. Technical Team member
4. Study Team member
5. Review Team member
6. Editorial Team member